★ গান্ধীজী ও বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি—১৯৩৭-১৯৪৭খৃঃ ★

Basic Education - Background - aims - Features- curriculum Method of Teaching - Teacher's role - Merit - Contribution

● (১) ভূমিকা ঃ মহাত্মা গান্ধী আধুনিক জগতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনের দুটি আদর্শ ছিল — সত্য (truth) এবং অহিংসা (Non-Violence) তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, সত্য এবং অহিংসা ছাড়া কিছুতেই মানব জাতি ও মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। ভারত তথা বিশ্বের সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর স্বপ্নের সমাজ ছিল শ্রেণীহীন (classless) শোষনহীন, অহিংসা, বিকেন্দ্রীকৃত। একে তিনি বলেছেন রামরাজ্য (The Kingdom of God) । প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী একজন ব্যবহারিক বাস্তববাদী (Practical Idealist) ছিলেন।

১৯৩৫ খৃষ্ঠাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রচলিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সাতটি প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভুত হয়। জাতীয় স্তরে জাতীয় স্বার্থে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রীদের স্বভাবতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেশবাসীর দাবী ছিল, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তা এই দরিদ্র শোষিত দেশের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীমন্ডলী যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে। দরিদ্র দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যখন কংগ্রেস নেতারা দিশাহারা, ঠিক সে সময় হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) পরিকল্পনা প্রকাশ পায়। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই পরিনত রূপ। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংহত রূপ লাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

● **২। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার পটভূমি ঃ** (Historical back ground) : মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধেও বহু চিন্তা করেছিলেন। তাই দেশের শিক্ষাকে সহজ সুলভ ও কার্যকরী করার জন্য সুনির্ধারিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনাও তিনি দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন। কারণ (১) তৎকালীন বিদেশী ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মবিকাশের পথ ছিল রুদ্ধ। (২) পুঁথিগত বিদ্যা ছাত্রছাত্রীদের গলাধঃকরণ করিয়ে তাদের বিকাশোন্মুখ অন্তরকে বিকৃত করে তোলা হয়, তাদের ব্যবহারিক

জীবনের অনুপযোগী করে তোলা হয়। (৩) তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে তার জীবন ক্ষেত্রের উপযোগী করে তুলতে পারে না। (৪) ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত লোক ও দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। (৫) পুঁথি সর্বস্ব ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে পারে না (৬) ঐ শিক্ষা দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কায়িক শ্রমের প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করে। (৭) বিদেশী ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কর্ম পরিচালিত হওয়ায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে শিশুর সময়ের ও উদ্যমের অপচয় ঘটে, অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানার ও বোঝার অবকাশ থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন।

● **(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার নামকরণ ঃ** এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী বলা হয়েছে, কারণ এই শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (self Supporting) স্বাবলম্বী, ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতার ইমারত। বুনিয়াদী শিক্ষা দর্শনের গোড়ার কথা হল সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন, শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশা ও আশ্বাস। গান্ধীজী তাই বলেছেন, My plan ... is thus conceived as the spearhead of a social revolution. It will provide a healthy and normal basis of relationship between the city and the village and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the haves and havenots. বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন যে গ্রামের অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন The scheme is a revolution in the education of the village children."

● **(৪) শিক্ষার লক্ষ্য ঃ** (ক) মহাত্মা গান্ধীর মতে, শিক্ষা হল ব্যক্তির দেহ মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস, ("By education I mean an alround drawing out of the best in child and man - body and Spirit")

(খ) তাঁর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য বস্তুতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তার বিকাশ সাধন করা (True edcation should result not in material power but in spiritual force).

(গ) তাঁর মতে শিক্ষা বলতে শুধু আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনকে বোঝায় না। ব্যক্তিত্বের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন।

(ঘ) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য বলে গান্ধীজী মনে করতেন।

(ঙ) গান্ধীজীর মতে আত্ম সংযমের ভিতর দিয়ে চরিত্র গঠন করা শিক্ষার একটি

অন্যতম লক্ষ্য।

(চ) গান্ধীজী আত্মোপলব্ধিকেই (Self realisation) সমস্ত শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন (self realisaion is the sumum bonum of life and education.)

● (৫) বুনিয়াদী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Basic Features ঃ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে উৎপাদনশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ভারতের মতো দরিদ্র দেশে উৎপাদনধর্মী শিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব ছিল না। এই কারণে গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষা উৎপাদনকেন্দ্রিক রূপ নেয়।

(ক) কোন একটি শিল্প কর্মকে কেন্দ্র করে শিশু সক্রিয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে — এ হল মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষানীতির মূল কথা। সক্রিয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত। এরূপ সক্রিয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা লাভ করে তা জীবন ক্ষেত্রে তার কাজে লাগবে।

(খ) একটি শিল্পকর্মকে নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় যে পরস্পর সম্পৃক্ত, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই মতবাদ স্বীকৃতি পেয়েছে।

(গ) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ ও বিদ্যালয়ের সংযোগ সাধন হবে।

(ঘ) বুনিয়াদী শিক্ষা যে কোন একটি শিল্পকে (Craft) কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে। এমন একটি শিল্প বেছে নিতে হবে, যা স্থানীয় পরিবেশের অনুরূপ ও যাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এবং যা থেকে রকমারি জ্ঞান লাভের সুযোগ আছে।

(ঙ) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন।

(চ) এ ধরণের কাজে দৈহিক শ্রম ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধন হবে। গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পনায় দৈহিক শ্রমকে উৎপাদনমুখী করার কথা বলেছেন।

(ছ) এ শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে।

(জ) মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছর ব্যাপী হবে।

(ঝ) একটি অর্থকরী বৃত্তি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থী শিল্প শিক্ষার কাজে যে দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করবে, সেগুলি বিক্রয় করে যে অর্থ সংগ্রহ হবে, তা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন ও শিক্ষার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ হবে।

● (৬) পাঠ্যক্রম ঃ মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই তিনি পাঠ্যক্রম নির্বাচনের সময় এমন সব বিষয়কে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে, যথা— ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি। মাতৃভাষাকে পাঠ্যবিষয় ও পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে

বলেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি হস্তশিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দান করেছিলেন। মূল হস্তশিল্পগুলি হল, যথা — সুতাকাটা, তাঁতবোনা, কৃষিকাজ, কাগজের কাজ বা ধাতুর কাজ প্রভৃতি। এছাড়া গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ছবি আঁকা, সঙ্গীত, বাধ্যতা মূলক শরীরচর্চার ব্যবস্থাও পাঠ্যক্রমে ছিল। এ পাঠ্যক্রমে ইংরেজী শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন এ ধরণের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হবে।

● (৭) শিক্ষা পদ্ধতি (Teaching learning Process) ঃ গান্ধীজী প্রচলিত পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকৃত মানুষ তৈরী করতে পারে না। শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, আমি চাই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আত্মার শক্তি বিকশিত হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির উপর বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্যাদির বাস্তব সার্থকতা শিক্ষার্থী লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ বাগান চাষের কথা ধরা যাক্ এই বাগান চাষের কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে জানতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থী ভূতত্ত্ব ও রসায়ন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারে। হাতে কলমে গাছগুলির পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানবে।

গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে অনুবন্ধপ্রণালীর প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর পদ্ধতি একদিকে যেমন সক্রিয়তা তত্ত্বকে (Principle Of activity) অন্যদিকে তেমনি অনুবন্ধ প্রণালীকে (Principle of Correlation) বিশেষ কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য এক কথায় প্রকাশ করা যায়, "এই শিক্ষা জীবনের মাধ্যমে জীবনের শিক্ষা (Education for life through life) । তিনি তাঁর পদ্ধতিতে একটি হস্তশিল্পের (Craft) কথা বলেছেন। তবে স্থানীয় চাহিদা অনুসারে শিল্পটি নির্বাচিত করতে হবে। শিল্পটি শুধু উৎপাদনের মাধ্যম হবে না, এর মধ্য দিয়ে শিশুর চরিত্র গঠিত হবে, তার অবসর বিনোদনের সুযোগ হবে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মসংযম, স্বাবলম্বন, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন হবে।

● (৮) **শিক্ষকের ভূমিকা** ঃ বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁকে শুধু শিশু মন ও বিষয়কে জানলে হবে না, ভিন্ন ভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত। তাই পরিচালনার শক্তি ও সামর্থ না থাকলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ করার যোগ্যতা আসে না। নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার পরিবর্তে কাজের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতাই শিক্ষকের শিক্ষাবোধের মূল কথা।

● (৯) **গুণাবলী (Merit)** ঃ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার ভাল দিকগুলি হল এই যে —

(ক) এই শিক্ষা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উৎপাদনশীল স্বয়ং নির্ভর এবং জীবনমুখী করে তুলতে পারবে।

(খ) কায়িক শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় হলে সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হবে।

(গ) এই শিক্ষার সঙ্গে গ্রামীন অর্থনীতি যুক্ত হলে এই শিক্ষা গ্রামজীবনের উপযোগী হয়ে উঠবে।

(ঘ) এই শিক্ষার সাহায্যে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা সক্ষম হবে।

(ঙ) এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজ সচেতন ও সমবায় জীবনের উপযোগী করে তুলতে সম্ভব হবে।

(চ) এই শিক্ষা পরিকল্পনায় কাজের সাহায্যে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা দেশের মাটির ও জীবনধারার সঙ্গে প্রাণবন্ধ যোগসূত্র সৃষ্টি করতে পারে।

(ছ) বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আবেষ্টনীকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়েছে।